স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ৪র্থ বিশ্ব অ্যাজমা দিবস ২০০২ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র - ০৭ মে - ২০০২, ২৪ বৈশাখ ১৪০৯

সবার জন্য প্রশান্তি ভরা শ্বাস

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২৪ বৈশাখ ১৪০৯
০৭ মে ২০০২

বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দেশে বিশ্ব এ্যাজমা দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

শ্বাসনালীর অতিসংবেদনশীলতা জনিত একটি দীর্ঘ মেয়াদী রোগ এ্যাজমা যা স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসকে বাধাগ্রস্থ করে। এ রোগটির বড় সংখ্যার রোগীদের সম্পূর্ণ আরোগ্যের নিশ্চয়তা না থাকলেও আধুনিক ব্যবস্থাপনায় প্রায় সব রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম। কিন্তু এই সংবাদটি এখনো জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। এ রোগে আক্রান্ত ব্যাক্তির জন্য সব ধরনের ধুলামুক্ত বাতাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ছাড়াও উন্নততর, সম্প্রসারিত ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে সহজলভ্য করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণ এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা করি। শুধুমাত্র বাইরের নয়, ঘরের ভেতরের পরিবেশকে ধুলামুক্ত-স্বাস্থ্যসম্মত করলে এ রোগের বিরুদ্ধে সফল ও সার্থক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। এজন্য চিকিৎসক এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরী।

বিশ্ব এ্যাজমা দিবস দেশের এ্যাজমা রোগীদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে দিক-নির্দেশনা দিক, এ কামনা করি।

অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৭ মে ২০০২
২৪ বৈশাখ ১৪০৯

বাণী

৪র্থ বিশ্ব অ্যাজমা দিবস ২০০২ উপলক্ষে বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রতিবারের মতো এবারও অ্যাজমা ও বক্ষব্যাধি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক কর্মশালার পাশাপাশি জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদযাত্রা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচীসমূহ একদিকে চিকিৎসকদের অ্যাজমা বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে অন্যদিকে অ্যাজমা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর অবদান রাখবে।

চিকিৎসা সেবা জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। চিকিৎসা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছাতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে রোগীর তুলনায় হাসপাতাল এবং শয্যা স্বল্পতা রয়েছে। উপরন্তু সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যাপক সংখ্যক পদ শূন্য রয়েছে। এ অবস্থার উত্তরণে সরকার হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শূন্যপদ পূরণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দেশে অ্যাজমা রোগী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অ্যাজমা রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য সরকার ন্যাশনাল অ্যাজমা সেন্টার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পটি চালু হলে অ্যাজমা এবং বক্ষব্যাধি রোগীরা চিকিৎসা সম্পর্কিত আরো বেশী সুযোগ-সুবিধা পাবে বলে আমি মনে করি।

আমি অ্যাজমা দিবসে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন

মহা পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশে Global Initiative for Asthma (GINA) এর আহবানে সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় ৪র্থ বিশ্ব অ্যাজমা দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। ১৯৯৯ ইং হতে মে মাসের প্রথম মঙ্গলবার এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এবারের ৭ই মে বিশ্ব অ্যাজমা দিবসকে সামনে রেখে অ্যাজমা ও বক্ষব্যাধি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক কর্মশালার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিবসটি উদযাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাজমার মত একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগের সু-চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন উদ্যোগ রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে বিশ্বাস ও সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

৪র্থ বিশ্ব অ্যাজমা দিবসের সকল কার্যক্রম সফল হউক এই কামনা করি।

অধ্যাপক আ,ব,ম আহসান উল্লাহ

এক নজরে ন্যাশনাল অ্যাজমা সেন্টার, মহাখালী

বাংলাদেশের প্রায় ৭০ লাখ অ্যাজমা রোগীকে পরিকল্পিত চিকিৎসা, সঠিক দিকনির্দেশণা এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই বক্ষব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল চত্বরে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে অ্যাজমা অ্যাসোসিয়েশন কাজ শুরু করে। অ্যাজমা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য হলো চিকিৎসকদের আধুনিক চিকিৎসা-প্রশিক্ষণ, রোগীদের সুচিকিৎসা ব্যবস্থা, রোগীদের শিক্ষা এবং এ বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা। অ্যাজমা রোগীদের রোগ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে অ্যাজমা অ্যাসোসিয়েশন প্রথম যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে অ্যাজমা গাইড প্রকাশ করা। বর্তমানে অ্যাজমা গাইডের তৃতীয় সংস্করণ ও আরো ছয়টি অ্যাজমা সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

১। পিক-ফ্লো মিটার এবং হাঁপানি;
২। ব্যায়াম ও হাঁপানি;
৩। স্প্রেসার ও নেবুলাইজার;
৪। স্টেরয়েড এবং হাঁপানি;
৫। শিশু জীবনে হাঁপানি।

অ্যাজমা রোগীদের সরাসরি চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত হয় অ্যাজমা সেন্টার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রোগীরা এসে এ সেন্টার থেকে চিকিৎসা নিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে ১ ফেব্রুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার রোগী এ অ্যাজমা সেন্টারের সদস্য হয়েছেন। অ্যাজমা সেন্টারে চিকিৎসা ছাড়াও স্বল্পমূল্যে রোগীদের অ্যাজমা গাইড সরবরাহ, পালমোনারি ফাংশন টেস্ট, বিনা খরচে নেবুলাইজার দেয়া এবং ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে রোগ সম্পর্কে এবং ওষুধের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়।

স্বল্প পরিসরের এ অ্যাজমা সেন্টারের মাধ্যমে দেশের সব হাঁপানি রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। ফলে মহাখালীতে নির্মিত হয়েছে ন্যাশনাল অ্যাজমা সেন্টার, যা চালু হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৭ই মে ৪র্থ বিশ্ব অ্যাজমা দিবসকে সামনে রেখে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচী যেমনঃ কর্মশালার আয়োজন, পদযাত্রা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং গণমাধ্যমে প্রচারণা ইত্যাদি জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আমি মনে করি।

বিশ্ব অ্যাজমা দিবস ২০০২ উদ্‌যাপন অ্যাজমা রোগীদের কল্যাণে এবং চিকিৎসক ও জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

বিশ্ব অ্যাজমা দিবস ২০০২ সফল হোক, এ কামনা করি।

মুহঃ ফজলুর রহমান

বিশ্ব অ্যাজমা দিবস ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

অ্যাজমা বা হাঁপানী পরিচিত একটা স্বাস্থ্য সমস্যা। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে বর্তমানে ১৫ কোটি মানুষ এ রোগে ভুগছেন। বাংলাদেশেও এ সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ, এর মধ্যে ৪০ লক্ষ শিশু ও ১৫ বছরের নীচের কিশোর। ১২ বছর আগেও সারাবিশ্বে অ্যাজমা রোগের কোন পরিকল্পিত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৯১ তে ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে প্রথম অ্যাজমার জন্য গাইডলাইন্স ভিত্তিক চিকিৎসা শুরু হয়। এর পর বিশ্বের অন্যান্য দেশেও অ্যাজমার জন্য গাইডলাইনভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তন হতে থাকে। বাংলাদেশে অ্যাজমা এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গাইডলাইন করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৬ এর নভেম্বরে প্রথম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সারা বিশ্বে অ্যাজমা চিকিৎসা সমতার সৃষ্টি লক্ষ্যে যাত্রা শুরু হয় GLOBAL INTIATIVE FOR ASTHMA (GINA) নামের সংগঠন। ১৯৯৮ সালের মে মাসে GINA এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের অ্যাজমা প্রকোপ ও প্রতিকার বিষয়ে এক সফল আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয় আমেরিকাতে।

আর সে কনফারেন্সেই সারা বিশ্বে অ্যাজমা বিষয়ে সচেতনতা ও পরিকল্পিত চিকিৎসা ব্যবস্থার বিষয়ে সবাইকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছর মে মাসে বিশ্ব অ্যাজমা দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। GINA তারই ধারাবাহিকতায় গত বছর ৪০টা দেশে বিশ্ব অ্যাজমা দিবস পালিত হয়। গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ অ্যাজমা এসোসিয়েশন GINA র অধিভুক্ত হয়। এবছর সারা বিশ্বের প্রায় ১০০ টি দেশে বিশ্ব অ্যাজমা দিবস পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো Let every person breathe-সবার জন্য প্রশান্তি ভরা শ্বাস।

- ✔ পরিকল্পিত চিকিৎসায় মারাত্মক ও জটিল হাঁপানী এড়ানো সম্ভব
- ✔ নিয়মিত পিক ফ্লো মাপুন ও পরিকল্পিত চিকিৎসা নিন হাঁপানী নিয়ন্তনে রাখুন
- ✔ গর্ভাবস্থায় হাঁপানী নিয়ন্তণে ইনহেলার সম্পূর্ণ নিরাপদ
- ✔ মনে রাখবেন হাঁপানী চিকিৎসায় আধুনিক ওষুধের কোন বিকল্প নেই

জাতীয় অ্যাজমা জরিপ ১৯৯৯

বিশ্বের অনেক দেশে হাঁপানী রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমান্বয়ে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এ রোগের প্রকটতার মাত্রা নিরুপনের জন্যে কোনো প্রকার গবেষণা অদ্যাবধি করা হয়নি। বাংলাদেশে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে হাঁপানী রোগে প্রাদুর্ভাব নির্ণয়ের লক্ষ্যে ৯৬৩ টি পরিবারের ৬ হাজার ৭৩ জন সদস্যের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে একটি জাতীয় ভিত্তিক গবেষণা করা হয়। সমগ্র দেশের মেট্রোপলিটন সহ অন্যান্য শহরেও গ্রামের মধ্য থেকে যথেচ্ছাভাবে ৩৮টি কেন্দ্রকে বেছে নেওয়া হয়। লিখিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের গৃহকর্তী কিংবা অন্য সদস্যের কাজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই গবেষণায় হাঁপানী রোগের সার্বিক প্রাদুর্ভাব নিম্নরুপ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি হাঁপানী যারা বৎসরে ৩ বারের বেশী আক্রান্ত ২৯-৫.২% সব সময় হাঁপানী ৮.৯, অতি সম্প্রতি হাঁপানী ৭.৭%, সাভাবিক হাঁপানী ৮.৩% এবং চিকিৎসানীত হাঁপানী ৪.৬%। শিশুদের ক্ষেত্রে হাঁপানীর প্রাদুর্ভাব সর্বত্রই বেশী পরিলক্ষিত হয়।

অন্যান্য শহর (৬.৭%) ও গ্রাম (৫.৬%) এর তুলনায় মেট্রোপলিটন শহরে (৩.১%) এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম এবং স্বচ্ছল। জনগোষ্ঠীর (৩.৯%) চাইতে অস্বচ্ছলদের (৭.১%) অনেক বেশী। অন্যান্য এলার্জি জনিত রোগ হাঁপানী রোগের ক্ষেত্রে বেশী। কিন্তু শিশুদের বেলায় এটা বড়দের তুলনায় কম। যেমন এলার্জি জনিত চর্ম প্রদাহ শিশু ৭.৮% বয়স্ক ১৪.২%, এলার্জি জনিত নাসিকা প্রদাহ শিশু ৬.২%, বয়স্ক ৭.৯% এলার্জি জনিত কনজেকটিভাইটস শিশু ২.৮%, বয়স্ক ৫.০% ঠান্ডার স্পর্সকে (৮০.৯০%) মুল উদ্দীপক হিসেবে পাওয়া যায় এবং এর পর পরই রয়েছে ধুলোধোয়া (৫২.৭%) ও শারিরীক ব্যায়াম (৪৩.৮%) সমীক্ষায় দেখা যায় শতকরা ৯০.১ জন চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। ১৩ ভাগ কখনও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা নেননি এবং শুধুমাত্র ১১ ভাগ রোগী প্রশ্বাসীয় ওষুধ (ইনহেলার) ব্যবহার করেছেন। এ গবেষণায় প্রতিয়মান হয় যে আমাদের দেশে হাঁপানী একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা (৭-১০ মিলিয়ন আক্রান্ত তন্মধ্যে ৪-৫ মিলিয়ন শিশু) সব ধরনের হাঁপানি শিশুদের মধ্যে বেশী কিন্তু তৎসহ অন্যান্য এলার্জি জনিত রোগ বড়দের তুলনায় কম। এ রোগের সীকার ধনীদের তুলনায় দারিদ্র জনগোষ্ঠীই বেশী। গতানুগতিক ধারণার বিপরীত রোগটি মেট্রোপলিটন শহরে তুলনামূলকভাবে কম পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী এর রোগের আধুনিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। হাঁপানী রোগের ঝুকির কারণ সমূহ মূল্যায়ন এবং তাদের চিকিৎসা সেবা গ্রহনের মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অধিকতর গবেষণা প্রয়োজন।

হাঁপানী চিকিৎসায় জাতীয় গাইডলাইন

গাইডলাইন কি এবং কেন?

চিকিৎসা শাস্ত্রে পৃথিবীর সর্বপ্রথম গাইড লাইনস বা নীতিমালা প্রণয়ণ করেছিলেন বেবীলনের রাজা হামুরাবি (১৯২৮ খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৮৬)। সেই থেকে অদ্যাবধি চিকিৎসকরা অসুস্থ মানবজাতির সেবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য নিতীমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। একটি নীতিমালা যে কোন রোগের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশণা দিয়ে থাকে। অ্যাজমায় আক্রান্ত গবেষনায় সাম্প্রতিক সাফল্যের সুবাদে অ্যাজমার চিকিৎসায় বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। আজ কার্যকর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বাধাদানকারী, রক্ষাকারী এবং উপসমকারী ঔষধের সুসমন্বিত প্রয়োগ অ্যাজমা নিয়ন্ত্রন করে অ্যাজমা রোগীর জন্য স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব করে তুলেছে। অ্যাজমা এসোসিয়েশন 'জাতীয় হাঁপানী গাইডলাইন' প্রকাশ করে অ্যাজমা সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনা দেশের চিকিৎসক সমাজের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছে। ১১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত গাইডলাইন্সটি তিনটি অংশে বিভক্ত। অ্যাজমা সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, অ্যাজমা চিকিৎসা ও অ্যাজমা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য শিক্ষা। দেশের অ্যাজমা ও বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ দ্বারা সম্পাদিত গাইডলাইন্সের প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত অ্যাজমা ও বক্ষব্যাধি বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সামনে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়। এপ্রিল ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় দেশের স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের আলোচনা ও পারমর্শের আলোকে বর্তমান সংস্করণটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ অ্যাজম গাইডলাইন্স প্রকাশ করেছেন। যা তাদের উন্নত আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারের উপযোগী। বাংলাদেশে ব্যবহৃত গাইডলাইন্স দেশে সীমিত সম্পদ ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়।

অ্যাজমা চিকিৎসায় ব্যবহৃত ইনহেলার

অ্যাজমার জন্যে আপনি বেশ কয়েক রকমের ইনহেলার ব্যবহার করতে পারেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পাওয়ার ইনহেলার, স্প্রে ইনহেলার, স্প্রেসার ও নেবুলাইজার।

পাওয়ার ইনহেলার ঃ পাওয়ার ইনহেলারের মাধ্যমে গুড়ো ওষুধ নেওয়া হয়। স্বচ্ছ ঘূর্ণায়মান রোটাহেলার এ জাতীয় একটি কৌশল। এর ব্যবহার সহজ।

স্প্রে ইনহেলার ঃ স্প্রে ইনহেলার বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয়। এটা দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ডোজ দেয়া যায় স্প্রে করে। স্প্রে ইনহেলার থেকে সবটুকু সুবিধা পেতে হলে সঠিক ব্যবহার করা জরুরী।

স্প্রেসার ঃ স্পেসার এক ধরনের হোল্ডিং চেম্বার যা স্প্রে ইনহেলারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। এটা স্প্রে ইনহেলারের ব্যবহার সহজ করে দেয়। পাশাপাশি ওষুধও কার্যকরী করে তোলে।

নেবুলাইজার ঃ নেবুলাইজার ব্যবহার করা হয় সর্বোচ্চ মাত্রার ওষুধ নেবার সময়। নেবুলাইজার সাধারণত হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে থাকে। নেবুলাইজার হলো সেই মেশিন যা কোন তরল ওষুধকে বাতাস বা অক্সিজেনের সাহায্যে এক ধরনের বাস্পে পরিণত করে। যারা হাঁপানীতে ভুগছেন তাদের জানা থাকা দরকার, এ রোগ থেকে বাঁচার জন্য ইনহেলার স্প্রেসার নেবুলাইজার কি করে ব্যবহার করা যায়। কেননা সঠিক ব্যবহারই রোগীকে দেবে পরিত্রান।

তথ্য সরবরাহে
অ্যাজমা এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ।
বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৮৮৭০৩০, ই-মেইল ঃ asmasso@bttb.net.bd
ওয়েব ঃ www.dhakahealth.com/asthma

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৭ মে ২০০২
২৪ বৈশাখ ১৪০৯

বাণী

৭মে-বিশ্ব অ্যাজমা দিবস। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি খুশী হয়েছি।

অ্যাজমা রোগের সঠিক কারণ এখনো অজানা। এ রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হবার নয়। তবে সঠিক চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনায় আক্রান্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন। এ রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চিকিৎসকদেরকেও এ রোগের আধুনিক চিকিৎসার সাথে পরিচিত হতে হবে। অ্যাজমার আধুনিক চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শহরের বাইরেও সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেবাদানকারী চিকিৎসকদেরও রোগীর কষ্ট লাঘবে দক্ষতা বৃদ্ধি আবশ্যক। আমি আশা করি, সংশ্লিষ্ট সকলে এ বিষয়ে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে এগিয়ে আসবেন।

আমি বিশ্ব অ্যাজমা দিবসের সকল কর্মসূচীর সফলতা কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৪র্থ বিশ্ব অ্যাজমা দিবস, ২০০২ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ কর্মসূচীসমূহ বাংলাদেশের ৭০ লক্ষ অ্যাজমা রোগীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে বলে আমি মনে করি।

দেশে অ্যাজমা রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অ্যাজমা রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহাখালীস্থ বক্ষব্যাধি ইনিষ্টিটিউটের আঙ্গিনায় ন্যাশনাল অ্যাজমা সেন্টার চালু হতে যাচ্ছে। এতে অ্যাজমা রোগীরা আরো উন্নততর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্ব অ্যাজমা দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

আমান উল্লাহ আমান

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
জনসংখ্যা ভবন,
আজিমপুর, ঢাকা।

শুভেচ্ছা

যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশে বিশ্ব অ্যাজমা দিবস উদ্‌যাপন দেশের স্বাস্থ্য সমস্যার প্রেক্ষাপটে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নে সংক্রামক ব্যাধি অনেকাংশে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে অসংক্রামক ব্যাধির বিস্তার আশানুরুপ নিয়ন্ত্রনে আনা সম্ভব হয় নাই। এর মধ্যে অ্যাজমা রোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃক্ষ নিধন, পরিবেশ দূষণ, গাড়ীর কালো ধোঁয়া ইত্যাদি কারণে অ্যাজমা রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। দীর্ঘদিন এ রোগে ভোগার কারণে মানুষের কর্মক্ষমতা লোপ পায় এবং পরিবার তথা সমাজ আর্থিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া জাতীয় অর্থনীতিতে এর বিরুপ প্রভাব পড়ে যা মোটেই কাম্য নয়।

অ্যাজমা জনিত স্বাস্থ্য সমস্যা উত্তরণে ব্যাপক গণসচেতনতা প্রয়োজন। ব্যক্তি, পরিবার তথা সমাজে এ বিষয়ে স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করে দেশব্যাপী নিয়োজিত পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ জনগণকে সচেতন করতে পারেন।

এ দিবসের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি।

মোঃ ফজলুর রহমান

Courtesy by
NAVANA
NAVANA PHARMACUTICALS LTD.
MEMBER OF ISLAM GROUP

আপনার অ্যাজমা কি নিয়ন্ত্রনে আছে?
বাজারে নতুন আসা অ্যাকুহেলার সম্পর্কে
আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
Courtesy
gsk GlaxoSmithKline